OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 96 - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কুমার অজিত দত্তের ‘অজানা পথে’ গল্প : উদ্‌বাস্তু সমস্যা ও অস্তিত্বের সংকট

ড. চাঁদমালা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: khatun.chandmala@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Partition, Liberation War, refugees, suffering, citizenship, existence, crisis, Bengal Kheda, Assam, Bengali.

Abstract
In 1947, along with gaining independence, the country was also divided. And the partition was done on the basis of religion. The partition gave birth to two separate states, Hindustan and Pakistan. As a result, during the partition, numerous uprooted Bengali Hindus fled from East Pakistan and migrated to various states of India such as West Bengal, Tripura and Assam. Since then, the migration has continued more or less. However, during the Liberation War in 1971, a large number of people fled and came back to India and Assam. As a result, as the socio-economic and political sectors of Assam changed drastically, a crisis arose. The Assamese then started the 'Bengal Kheda' movement to resolve the crisis. The Assam government sent notices to Bengalis door to door to prove their Indian citizenship. If they could not prove their citizenship, they were sent out of the country. A tragic picture of what happened to them wherever they were sent is seen in Kumar Ajit Dutt's story 'Ajana Pathe'. In the story in question, a police car carrying Madhav's family and a few others, unable to show proof of Indian citizenship, sets out for some unknown purpose. They are dropped off in a deserted place without any people. The fate of all these people there is tragic. Once they come to India as refugees. They have to become refugees again.

Discussion

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের হাত থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করলেও দেশ ভাগের মতো ঘটনাও ঘটেছিল। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়— হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ফলে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরা তাদের বরাদ্দ নিজ নিজ দেশে পাড়ি দেয় সর্বস্ব হারিয়ে উদ্‌বাস্তু হয়ে। দেশভাগের আগেও উদ্‌বাস্তু হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু মানুষ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আসে। তবে দেশভাগের পর এই উদ্‌বাস্তুর সংখ্যা প্রবলভাবে বেড়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকেই উদ্‌বাস্তু হয়ে আসা মানুষেরা ক্রমাগত আসামে আসতেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থাকে। আবার ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা বড়ো সংখ্যাক মানুষ উদ্‌বাস্তু হয়ে ভারত তথা আসামে প্রবেশ করে। ফলে আসামে আর্থ-সামাজিক সংকট দেখা দেয়। তখন অসমিয়ারা সংকট মোচনের জন্য 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭৯-১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতে থাকে। এই দীর্ঘ আন্দোলন পর্বে বহু বাঙালি খুন হয়। তবে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ১৯৮০-তে নেলিতে, যেখানে এক রাতে ৩০০০ বাঙালি মুসলমান নিহত হয়। ১৯৮২ সালের শেষের দিকে চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫১-১৯৬১ সালের মধ্যে যে সকল মানুষ উদ্‌বাস্তু হয়ে অবৈধভাবে আসামে প্রবেশ করেছিল তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। তবে ১৯৬১-১৯৭১ সালের মধ্যে যারা এদেশে এসেছেন তাদের অবস্থান নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

১৯৮৫ সালে ১৫ আগস্ট অসাম চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অসম আন্দোলন সমাপ্ত হয়। চুক্তি অনুসারে ১৯৭১-এর ২৪ মার্চ পর্যন্ত যে সকল মানুষ উদ্‌বাস্তু হয়ে আসামে এসেছেন তারা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। কিন্তু চুক্তি পরবর্তী ১০ বছর পর্যন্ত ভোটদানের অধিকার থাকবে না। এরপর ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম ছিল না, পরবর্তীকালে নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নামের পাশে 'D' লেখা হয়েছে। 'D' অর্থাৎ 'Doubtful'— সন্দেহজনক। এই পর্বে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু বাঙালিকে সন্দেহজনক অনুপ্রবেশকারী বলে অভিযুক্ত করে হেনস্থা করা হয়েছে। আবার কত লোককে সম্পদ বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে IMDT আদালতে যেতে হয়েছে তার ঠিক নেই। কত দরিদ্র সাধারণ মানুষকে বিদেশি নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। আর এই রকম অরাজকতার মধ্যে কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। 'বিদেশি বিতাড়ন' বা 'বঙ্গাল খেদা' বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্যিকদের রচনায় ধরা পড়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারত তথা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম কথাকার কুমার অজিত দত্ত। ১৯৫০ সালে গোয়াহাটির পাণ্ডুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পেশা শিক্ষকতা। কিশোর বয়সে কবিতা দিয়ে তাঁর লেখালিখি শুরু। পরে লেখা শুরু করেন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস। বর্তমানে তিনি একজন বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন— ত্রিপুরা দর্পণ, প্রমা, পরিচয়, আজকাল, একা এবং কয়েকজন, সাহিত্য, শতক্রতু, মুখাবয়ব, পরম্পরা, পূর্বদেশ, গল্পপত্র, মল্লার, তমসুক, মজলিস সংলাপ, লালনমঞ্চ ইত্যাদিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য আকাডেমির ইংরেজি জার্নাল 'ইন্ডিয়ান লিটারেচার'-এ তাঁর গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া চিত্রকলা নিয়েও তিনি লেখালেখি করেন। সকালবেলা, দৈনিক যুগশঙ্খ, শুভম সাময়িকী ও আর্ট ইকোতে এ বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন ধরনের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে তাঁর ছয়টি গল্পগ্রন্থ, ছয়টি উপন্যাস, দুটি নিবন্ধ গ্রন্থ ও দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল মৃত্যুহীন (২০০৯), ভিটেমাটি (২০১৭), বেদুইন (২০১৭), মরণ্যাচরের ইতিকথা (২০১৯), দিখৌ নদীর কূলে (২০১৯) ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প— দ্যাশ, এই ভারতের মহানমানবের সাগর তীরে, প্রবাসে, অজানা পথে ইত্যাদি। তাঁর রচিত সাহিত্যে দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু সমস্যা, অস্তিত্বের সংকট ও যন্ত্রণা, বিদেশি বিতাড়ন, ইতিহাস ও জনজাতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

কথাকার কুমার অজিত দত্তের উল্লেখযোগ্য গল্প 'অজানা পথে'। আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় উদ্‌বাস্তু হয়ে আসা মানুষের হাতে 'বিদেশি' নোটিশ ধরিয়ে দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্রণাদগ্ধ একটি পরিবারের চিত্র উঠে এসেছে। 'অজানা পথে' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র মাধব। তার পরিবারে রয়েছে স্ত্রী সুভদ্রা, কন্যা শিউলি এবং বয়স্ক মা। উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে পারেনি বলে সরকার মাধবদের বিদেশি নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। দেশ থেকে মাধবদের পরিবার সহ আরো কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে একজন সাদা ও দু'জন খাকি পোশাক পরিহিত লোক এক অজানা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে সাদা পোশাক পরিহিত লোকটিকে ভদ্র বলে মনে হয় মাধবের। আর বাকি খাকিজামা পরা লোক দুজন দেখতে মাধবের বর্ণনায়—

> "হেই পাকিস্তানি রাজাকার, য্যান যমদূত। ...এ ধরনের যমদূতেরই দৌরাত্ম্য বেশি আজ সবখানে। এদের চোখের ভাষা সারা পৃথিবীতে এক।"[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসলে শয়তান দুষ্ট লোকের অভাব নেই। সবদেশে সব জায়গায় এই ধরনের মানুষ আছে। এরা সবসময় সুযোগ খোঁজে এবং সুযোগে সদ ব্যবহার করে। গাড়িতে যাবার সময় ভদ্রগোছের সাদা জামা পরিহিত লোকটির সঙ্গে মাধবের কথপোকথন চলতে থাকে।

আলোচ্য 'অজানা পথে' গল্পে জানা যায় মাধবের পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিল একসময় পূর্ব পাকিস্তানে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মাধবের যখন আট বছর বয়স ছিল তখন সে বাবার সঙ্গে আসামে চলে আসে। সে-সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজাকারের লোক সংখ্যা লঘু-হিন্দু বাঙালিদের উপর কিরূপ অত্যাচার করেছিল তা মাধবের কথায় স্পষ্ট—

> "আমালোকর ভিটামাটি সব জ্বালাইয়া দিছিল হেই পাকিস্তানি রাজাকারেরা, আমালোক পরাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া আইছিলাম ইফালে, এই আসামে—।"[২]

মাধব বলতে থাকে পাকিস্তানে তাদের ঘর বাড়ি ছিল। কিন্তু রাজাকারেরা তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাই তারা প্রাণের তাগিদে আসামে পালিয়ে এসেছে। গাড়ি ছুটে চলেছে কোনো এক অজানা পথে। এই পথ সাধারণ মানুষগুলি চেনে না। গাড়ির মধ্যে চশমা পরা সাদা পোশাক পরিহিত লোকটিকে মাধব আরো বলে—

> "আমালোকর বাপ-ঠাকুদ্দারা আছিল উইখানেই, দ্যাশটা ত ভাগ হইছিল আরও আগে, হেই সময়ের থিক্যাই ওই পাকিস্তানি ডাকাইতগুলান আমাগো মতোন মানুষগুলানরে হগ্গল সুময় খেদান মারত দ্যাশ ছাড়ার লাইগ্যা—।"[৩]

মাধব মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে এসেছে সেকথা সাদা পোশাক পরা লোকটিকে জানিয়েছে। বার বার জানানোর পরেও তার কথা লোকটি বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আবার সে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে কঠোরভাবে মাধবকে জিজ্ঞাসা করে কোন সময় তারা ভারত তথা আসামে এসেছিল। মাধব এবার আমতা আমতা করে বলে—

> "হেই যে কইলাম না, যিস সময়তে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ব হইছিল হের পরেই। ...আমালোকর ঘর আছিল চিলমারাতে, মনত আছে হেইখান থিক্যা ধানখ্যাত, নলখাগড়া আর হোগলার জঙ্গল পার হইয়া এই পাড়ে আইছিলাম।"[৪]

আসলে মাধব বার বার তাকে জানাতে চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সে তার পরিবারের হাত ধরে ভারতে আসে। তখন থেকে সে এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু ভারত সরকারের কোনো প্রমাণ মাধব দেখাতে পারেনি। তাই সাদা জামা পরা লোকটি বলে—

> "কেনেকে বিশ্বাস করিম খুরা, আপুনি তো ইন্ডিয়া গভমেন্টর হেই সময়র কুনো ডকুমেন্ট দেখুয়াব পরা নাই, পিছতও আহিব পারে?"[৫]

মাধব সাদা পোশাক পরা ভদ্রগোছের লোকটির কথা শুনে বলার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পায় না। চোখ বুজে মাথা নিচু করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর কাতর গলায় বলে—

> "আমরা মুখ্যসুখ্য মানুষ বাবু, হেগুলার কথা আমাগো জানা আছিল না, বুজিও ন...।"[৬]

আসলে মাধব ভারত সরকারের কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে পারেনি বলে দীর্ঘদিন আসামে বাস করা সত্ত্বেও বিদেশি হিসাবে তাকে সনাক্ত করা হয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া সে এবং তার পরিবার এখানে থাকতে পারে না। আসলে উদ্‌বাস্তু হয়ে আসা মানুষের কাছে বেঁচে থাকার জন্য অন্ন ও বাসস্থান প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত অশিক্ষিত মানুষেরা বেঁচে থাকার চিন্তা করতে করতে বাকি বিষয়গুলি ভুলে যায় বা জানে না। তেমনি মাধবের কাছেও খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটায় ছিল প্রধান।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আলোচ্য 'অজানা পথে' গল্পে দেখা যায় কোনো এক অজানা উদ্দেশ্যে, অজানা পথে খানাখন্দ রাস্তা দিয়ে মাধবদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। তাদের মনের মধ্যে সর্বদা ভয়ের আশঙ্কা। তারা জানে না তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে কি করা হবে। মাধব সাদাজামা পরিহিত ভদ্র লোকটিকে কাকুতি মিনতি করে বলে—

> "বাবু গো আমরা দুখিয়া (গরিব) মানুষ, পাচলি (সবজি) বিক্রি কইর‍্যা খাই, আমাগো এরি দিয়ক (ছেড়ে দিন), আমরা পেরান হাতে লইয়া আইছিলাম এই দক্কিণ শালমারায়। ...আমরা তো ইখানে বিনা কামে বইস্যা থাকি নাই, বিক্কা কইরাও খাই নাই, খাইট্যা খাইছি, দ্যাশটারে ভালা বাসছি, আপনেগো আপন কইরা লইছি।"[৭]

মাধব তার বাবার সঙ্গে আসামে এসে এই দেশটাকে এবং দেশের মানুষকে আপন করে নিয়েছে। সৎ পথে উপার্জন করে সংসার চালায়। এদেশে এসে এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে। তার স্ত্রী ও কন্যা অসমীয়া ভাষা, বিহু নাচ করতে পারে। মাধবের কথায় তা স্পষ্ট—

> "আমার ছোয়ালি (মেয়ে) আর ঘনিয়েক (বউ) তো আসাম্যা (অসমিয়া) ভাষা কইতে পারে, বিহু নাচ নাচতে পারে আর ভূপেন হাজারিকার গান গাইতে পারে।"[৮]

তারপরেও এই দেশ তাদেরকে থাকার স্বীকৃতি দেয় না। উপযুক্ত কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি বলে তারা 'বহিরাগত' বলে চিহ্নিত। আসাম সরকারের নির্দেশে এই বহিরাগতদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুকুম হয়েছে। মাধবের কাছে এই সমস্ত কথা শুনে চশমা পরা সাদাজামা পরিহিত ভদ্রগোছের লোকটি বলে—

> "কি করিম কত্তঁকচোন খুরা, আমি চরকারর অর্ডার মানিয়েই চলো, আপনালোকর লগত আমার কু-নো বিরোধ নাই। অর্ডার মানি চলাই আমার ধর্ম।"[৯]

মাধবের সঙ্গে ভদ্রগোছের লোকটির সঙ্গে প্রায় সারা রাস্তা ধরে কথপোকথন চলতে থাকে। মাধব বার বার তাকে বলতে চেয়েছে অনেক আগেই তারা ভারতে এসেছে। মাধবের কথায় বিশ্বাস করলেও তার কিছু করার উপায় নেই। কেননা সে সরকারের কর্মচারী। সরকারের নিয়ম রক্ষা করায় তার ধর্ম। তাছাড়া সরকারকে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। বহিরাগত বলে সরকার তাদের মতো অনেককে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিচ্ছে।

আলোচ্য গল্পে দেখা যায় ধ্যাবড়ানো মুড়ির টিনের মতো চার চাকার যে গাড়িটাই তাদের নিয়ে আসা হচ্ছিল সেটি একটি নির্জন, নিস্তব্ধ অন্ধকারময় স্থানে এসে থামে। তাদের নির্দেশ মতো গাড়ির ভেতরে থাকা সকলে এক এক করে নেমে পড়লেও মাধবের বয়স্ক মা নামতে পারে না। গাড়িতে তোলার সময় খাকি পোশাক পরা লোক দুটি ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে দিয়েছিল কিন্তু নামার সময় তাদের কোনো পাত্তা নেই। তাই অগত্যা মাধবই তার মাকে কাঁধে চড়িয়ে গাড়ি থেকে নামায়। মাধব নেমে দেখে চারিদিক জনমানবহীন, ঘুটঘুটে অন্ধকার ও জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে কতগুলি চোখ জ্বলজ্বল করছে। লেখকের ভাষায়—

> "ওদের চারিদিকে জ্বলজ্বল করছে জঙ্গলের ভিতর থেকে বের করে রাখা কয়েকটা জোড়া চোখ।"[১০]

মাধবের জানা ঐ জ্বলজ্বল চোখগুলি আসলে কিসের। দেশের বাড়িতে রাতের বেলা যুগল মাস্টারের বাড়ি থেকে ফেরার পথে এই চোখগুলি সে প্রায়ই দেখত। আসলে ঐ জ্বলজ্বল করা চোখগুলি যে শিয়ালের তা মাধবের বুঝতে বাকি নেই। জঙ্গলে ভিতর টর্চের আলো পড়তেই পালিয়ে যায় এবং আড়ালে গিয়ে ডাকাতে শুরু করে। শিয়ালের ডাক শুনে মাধবের মেয়ে শিউলি ভয়ে ভ্যা করে কেঁদে উঠলে মাধব তাকে সামলায়। এই নির্জন ও ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরিবারের কথা ভেবে মাধবের মাথা গুলিয়ে ভেবড়ে যায়। মাধবের মনে হয় শিয়ালগুলি ওদের দেখে আরো বেশি করে ডেকে উঠছে। তার মেয়ে শিউলি আরো ভয় পেয়ে মা সুভদ্রাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে এবং কেঁদে ওঠে। আর ওদিকে মাধবের বয়স্ক মা ওর লাঠিটা মাটিতে ঘা দিয়ে গাল পাড়ে। এই অসহায় অবস্থায় বনের পশুগুলিও যেন তাদের উপর আক্রমণাত্ম হয়ে উঠেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আলোচ্য গল্পে মাধব ও তার পরিবারকে যেখানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তার পাশেই একটি ভাঙাচোরা টিনের ঘর রয়েছে। সেখানেই আপাতত তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, পরবর্তী অর্ডার না আসা পর্যন্ত। সাদা পোশাক পরা লোকটি এই সাধারণ অসহায় মানুষদের পরিস্থিতি দেখে ব্যথিত হলেও তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। সে সরকারের কর্মচারী। সরকারের নির্দেশ মানা তার কাজ। তাই সে মাধবের দিকে তাকিয়ে নম্র সুরে বলে—

> "বেয়া না-পাব খুরা, আপুনি মোত কই বয়স ডাঙর, কিন্তু মই কি করিম ...মই নিরুপায় সরকারের নির্দেশ পালন না করিলে মোর চাকরি যাব-(খারাপ পাবেন না খুড়ো, আপনি আমার থেকে বয়সে বড়ো, কিন্তু আমি কী করব ...আমি নিরুপায়, সরকারের নির্দেশ পালন না করলে আমার চাকরি যাবে।"[১১]

মাধব জানে তারা সরকারের অধীনে কাজ করে। সরকারের নির্দেশ বা আদেশ তারা মানতে বাধ্য। তাই মাধব ঠাকুরের উপর ভরসা করে। ঠাকুরই তাদের এই বিপদ থেকে বাঁচাবে। এই নির্জন, নিস্তব্ধ পরিবেশে তাদের অভয় দিয়ে সাদাজামা পরা লোকটি মাধবকে বলে—

> "নাই নাই ভয় ন-করিব খুরা, হেই গার্ড দুজন ইয়াতেই থাকিব আপনা লোকর চোয়াচিতা করার কারণে, এতিয়াই আহিব, কোত বা গোল সিহুত? (না না ভয় পাবেন না খুড়ো, ওই গার্ড দুজন এখানেই থাকবে আপনাদের তদারকি করার জন্য, এখনই আসবে, কোথায় গেল ওরা।"[১২]

মাধব তার পরিবার নিয়ে ভাঙাচোরা ঘরে প্রবেশ করে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখে কিছুই দেখা যায় না। বয়স্ক মা বিড়িখোর ছেলের পকেটে যে সর্বদা দেশলাই থাকে তা স্মরণ করে দিলে মাধব জামার পকেট থেকে দেশলাই বার করে শলায় আগুন জ্বালায় এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। তার পিছনে পিছনে ঢোকে মেয়ে শিউলি, স্ত্রী সুভদ্রা ও বয়স্কা মা। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষীণ আলোয় ঘরের দৃশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে ঘর আর বসবাসের যোগ্য নয়। লেখকের বর্ণনায়—

> "ছোট্টো ঘর একটা। ভাঙা মেঝে। কয়েকটা ছুঁচো ঘোরাঘুরি করছিল; আলো দেখে সব ডাক ছেড়ে লুকিয়ে পড়ে। ঘরময় ছুঁচোর গন্ধ।"[১৩]

এরকম নোংরা বসবাসের অযোগ্য ঘরে কোনো মানুষই বাস করতে পারে না। অথচ 'বিদেশী' হিসেবে চিহ্নিত মানুষগুলোকে এই রকম জায়গায় রাখা হয় এবং তারপর এখান থেকে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় বা কি পরিণতি হয় তার ঠিক নেই। ঘরের এই রূপ দৃশ্য দেখে মাধবের স্ত্রী সুভদ্রা বলে যে এখানে আমরা থাকব। স্ত্রী কথা শুনে উপায় না দেখে মাধব বলে—

> "হ সু কী করুম, আমাগো কপালে এই দুক্কুই লিখা আছিল।"[১৪]

বাড়ি ছাড়ার আগে তাদেরকে কোনো জিনিস-পত্র নিতে দেওয়া হয়নি। তারা একেবারে খালি হাতে এক কাপড়ে চলে আসে। সঙ্গে নিতে নিষেধ ছিল। সারাদিন গাড়িতে করে এসে সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার ওপর খাওয়া-দাওয়া নেই। মেঝেতে কিছু একটা কাপড় পেতে যে বসবে তাও নেই। মাধব খরখরে বিবর্ণ গলায় বলে—

> "কী পাইত্যা বইবি ক ত সু, এক টুকরো আনতে পারি নাই, তর কষ্ট হইব।"[১৫]

সুভদ্রা নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ভাঙা মেঝের উপর একসময় বসে পড়ে। সুভদ্রার দেখাদেখি তার শাশুড়ি বসে পড়ে। সুভদ্রা এতই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে যে ঘাড় সোজা রাখতে পারছে না। সুভদ্রার এরকম অবস্থা দেখে শাশুড়ি শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বলে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কী গো বউমা তুমার কী হইল; এই পোত্তিবেলায় তুমার তো খাওন দাওন দরকার আছিল, কিছু ত পাত্তন যাইব না ইখানে—"[১৬]

তাদের এমন একটি জায়গায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে যে সেখানে কোনো জনমুনিষ্যি এবং আহারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বয়স্কা মা মাধবকে বলে কোন নরকে তাদেরকে নিয়ে এনেছে। তখন মাধব ব্যঙ্গক্তি করে তার মাকে বলে—

> "সগ্গ সগ্গ, নরক কও ক্যান, দ্যাখতাছ না, চাইর দিকে বেবাক অন্ধকার আর হুক্কাহুয়া, হেগুলাই আমাগো অখন সগ্গ।"[১৭]

প্রতি মুহূর্ত সময় কাটে তাদের আশঙ্কায়। তারা ভাবে যদি তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় তখন কি করবে। কেননা একসময় পাকিস্তানি রাজাকারদের অত্যাচারে সর্বস্ব হারিয়ে আসামে পালিয়ে এসেছে। আবার সেখানে নিজের বলতে কেউ নেই। কেবল আছে ফেলে আসার ছোটোবেলার নানারঙের দিনগুলি। মাধবের মনের আয়নায় তখন ভেসে ওঠে ছেলেবেলার নানা কথা। জসীমুদ্দীন পাঠশালার ইকবাল স্যারের কথা, যিনি ঐ স্কুলের হেড স্যার, সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ভালোবাসতেন। মনে পড়ে রুবিনার কথা, সে ক্লাসে সর্বদা প্রথম হত। তার সঙ্গে সে এক্কা দোক্কা খেলতো। মনে পড়ে ইসমাইল চাচার কথা, যার দোকানে চা না খেলে মন ভরতো না। মনে পড়ে বাঙালপাড়ার সবজি বাজারে সেই সব বন্ধু— সন্তুদা, ডেকা, গোপাল, বাচ্চু মিঞা, করিম মন্ডল প্রমুখর কথা। একে অপরের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কত ভাবে, একে অপরকে হিংসা করে না। দুপুরের অবসরে তারা আড্ডায় মেতে উঠতো। তাদের সঙ্গে দেখা না হওয়ার বেদনায় মাধবের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। নানা কথা মনে পড়ায় মাধবের হৃদয় হাহাকারে ফেটে পড়ে। কাঁদতে চাইলেও কাঁদতে পারে না।

একসময় নানা ভাবনা ভাবতে ভাবতে রাত প্রায় গড়িয়ে আসে। এই নির্জন নিস্তব্ধ ঘরে চারটি মানুষ আধা জাগা অবস্থান শুয়ে বসে রাত্রি পার করতে চাইছে। হঠাৎ দুইজন লোক হুড়মুড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় লোক দুটিকে দেখে মাধব চিনতে পারে। তাদের সঙ্গে গাড়িতে আসা খাকি জামা পরা লোক দুটি যমদূতের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চোখগুলি চারিদিকে পাক দিতে থাকে এবং সুভদ্রার দিকে তাদের চোখ আটকে যায়। তাদের মধ্যে একজন সময় নষ্ট না করে ছোঁ মেরে সুভদ্রার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায়। আর অন্যজন তার চুলের ঝুঁটি ধরে টানে। আতঙ্কে সুভদ্রা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে। বুড়ি শাশুড়ি কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে শুয়ে পড়ে, শিউলি জেগে উঠে ভয়ে পেচ্ছাপ করে ফেলে। এই আকস্মিক ঘটনায় মাধব পাথর হয়ে যায়। মুখ দিয়ে মাধবের কোনো কথা বের হতে চায় না। একসময় সুভদ্রার চিৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে লোক দুটির পিছনে ধাওয়া করতে করতে বলে—

> "কই লইয়া যান আমার সুভদ্রারে, অরে ছাইড়া দ্যান...।"[১৮]

ঘরের বাইরে এসে মাধব হতভম্ব হয়ে যায়। স্বল্প মোমের আলোয় সুভদ্রার হাতে তাম্বুল কাটার কাটারিটা দেখতে পাই। কাটারিটা চকচক করছে। ঘর ছাড়ার সময় তাদের সঙ্গে কোনো কিছু নিতে না দিলেও গোপনে মাধবের মেয়ে শিউলি যেমন ঠাকুরের মন্ত্র তথা বই নিতে ভোলেনি তেমনি সুভদ্রাও কাটারিটা কাপড়ের আড়ালে নিয়ে এনেছে। এই কাটারিটা আজ তাকে অমানুষ, শয়তান মানুষগুলানের হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। সুভদ্রার কাটারির আঘাতে আহত হয়ে দুইজনই পালিয়ে যায়। সুভদ্রার এই রূপ মাধব কখনো দেখেনি। আবার শিউলির থমথমে দু'চোখে দ্রুত আশ্রয় নেয় এক ঝাঁক বিস্ময়। মাধব শঙ্কিতভাবে সুভদ্রাকে 'কি কল্লিরে সু' এ-কথা বললে সে বজ্রকণ্ঠে জবাব দেয়—

> "ওই অসুর দুইডারে না-মাল্লে আমারে তুমরা আর পাইতা না—"[১৯]

সুভদ্রার এই রূপ আচরণে ভয় পেয়ে যায় মাধব। কি করবে তা ভাবতে পারে না মাধব। কাঁপা গলায় মাধব সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করে এখন তারা কি করবে। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় এখান থেকে পালিয়ে যাবে ঈশ্বর তাদেরকে যে দিকে নিয়ে যায় সেই দিকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তারা বুঝতে পারে ভোরের আলো ফুটতে আরো কিছুক্ষণ বাকি আছে। তাই তারা আর ঘরের ভেতর প্রবেশ করে না। বাকি রাত কাটাই ঘরের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে এক অজানা আশঙ্কার চিন্তা নিয়ে। সুভদ্রা তার হাতের কাটারিটা হাতছাড়া করে না। কাটারিটা হাতে নিয়ে সুভদ্রা ঠাকুরের নাম জপতে জপতে পাহারাদারের মতো টহল দিতে থাকে। আর মনের মধ্যে ভয় আঁকড়ে ধরে— ওই অসুর দুটো হয়তো দলে ভারী হয়ে চড়াও হবে তাদের উপর। একসময় চারিদিকের অন্ধকার পানা জলের সার ফাটার মতো সন্তর্পণে সরে যেতে শুরু করে। না, শেষপর্যন্ত শয়তান মানুষগুলি আর ফিরে আসেনি। আকাশের তারাগুলি নিস্প্রভ হতে হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে। কেবল পুব আকাশে একটি বড়ো তারা জ্বলজ্বল করছে। ঐ নরম আলোছায়ায় যে ঘরে মাধব ও তার পরিবারকে রাখা হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখকের বর্ণনায়—

> "যে ঘরটায় ওদের এনে রাখা হয়েছিল সেটা একটি ঢেউ খেলানো টিন দিয়ে বানানো গুদাম ঘর। ঘরটিতে কোনো একসময় হয়তো পড়েছিল লাল রঙের লেপন। সেই লেপন ভেদ করে জং আর অসংখ্য ছিদ্র ভরে উঠেছে ঘরটির সারা শরীরে। ঘরটির বাইরে দিকে চালের নীচে ঝোলানো রয়েছে একটি ছোটো টিনের ফলক। সেটাতে যা লেখা আছে তার অনেকটাই ধূসর। একটু খেয়াল করলে বড়ো করে লেখা দুটি ইংরেজি হরফ চোখে পড়ে ডি. সি.। এ ধরনের আরও কয়েকটি ঘর ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক। সবই জন মানবহীন।"[২০]

আসলে যারা তথ্য প্রমাণ সহযোগে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারে না, তাদেরকে জনশূন্য, নির্জন জায়গায় নির্বাসন করা হয়। তাদের যে জায়গায় রাখা হয় সেই জায়গার নামকরণ করা হয় ডি.সি অর্থাৎ সন্দেহভাজন নাগরিক। তাদের এখানে নিয়ে এসে নির্মমভাবে পাশবিক অত্যাচার করা হয়। এখানে এসে তাদের যে পরিণতি ঘটে কখনো তা জানা যায়, আবার কখনো জানা যায় না।

আলোচ্য 'অজানা পথে' গল্পে দেখা যায় মাধব ও তার পরিবারকে বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সুভদ্রা কৌশল করে শুধু নিজের জীবন নয়, পরিবারের জীবন বাঁচিয়েছে। তারা আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়ে এক অজানা পথে পা বাড়িয়েছে। তারা জানে না কোথায় যাবে, কোথায় তাদের দেশ? তবু তারা যাত্রা শুরু করে। সুভদ্রা এগিয়ে যায় আগে, পিছনে মাধব, শিউলি আর বুড়িমা। সুভদ্রা তার হাতের কাটারিটাকে ঘাসের গায়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে শাড়ির কোঁচড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। আর আরেক কোঁচড় থেকে কিছু কোচকানো টাকা বের করে স্বামী মাধবকে দিয়ে বলে—

> "আর দেরি করলে হইব না, অক্ষণ বাইর হইয়া পত্তে হইব আমাগো, কাউয়া ডাকার আগেই ধুবড়ি ইস্টিশন পাইতে হইব, হেরা আইয়া পল্লে কিন্তু আর বাঁচন যাইব না।"[২১]

তখন মাধবও স্ত্রী সুভদ্রার কথায় সায় দিয়ে টাকাগুলি ধুতির কাছার ভেতর গুঁজে নেয় এবং সকলকে রওনা দেবার কথা বলে। শিউলি মাধবের ছোট্ট মেয়ে। সেও তার নিয়ে আসা ঠাকুরের যন্ত্রগুলি নেবার জন্য ঘরে যায় এবং সেগুলিকে তার জামার বুকে আড়ালে ঢুকিয়ে নেয়। আবার তার সঙ্গে ছেঁড়াফাটা পুথি 'বর্ণপরিচয়' বইটিও নিয়ে এসেছিল। সেটাও যথাস্থানে নিয়ে নেয়। এরপর তারা ঈশ্বরকে স্মরণ করে অজানা পথে পা বাড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় উদ্‌বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছিল। ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখাতে পারেনি বলে পুনরায় তাদের উদ্‌বাস্তু হতে হয়।

Reference:

১. রণবীর পুরকায়স্থ (সম্পাদিত) : 'আসামের বাংলা ছোটোগল্প', কলকাতা, একুশ শতক, প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ৬৯
২. তদেব, পৃ. ৬৯
৩. তদেব, পৃ. ৭০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪. তদেব, পৃ. ৭০
৫. তদেব, পৃ. ৭০
৬. তদেব, পৃ. ৭০
৭. তদেব, পৃ. ৭১
৮. তদেব, পৃ. ৭১
৯. তদেব, পৃ. ৭১
১০. তদেব, পৃ. ৭১
১১. তদেব, পৃ. ৭২
১২. তদেব, পৃ. ৭২
১৩. তদেব, পৃ. ৭৩
১৪. তদেব, পৃ. ৭৩
১৫. তদেব, পৃ. ৭৩
১৬. তদেব, পৃ. ৭৩
১৭. তদেব, পৃ. ৭৪
১৮. তদেব, পৃ. ৭৬
১৯. তদেব, পৃ. ৭৭
২০. তদেব, পৃ. ৭৭
২১. তদেব, পৃ. ৭৮

Bibliography:

পাণ্ডা, অগ্নিমিত্রা : 'উত্তর পূর্ব ভারতের বাংলা ছোটগল্প চর্চা বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০১৯

পুরকায়স্থ, রণবীর (সম্পাদিত) : আসামের বাংলা ছোটোগল্প, কলকাতা, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার : 'নির্বাচিত সাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড (উপন্যাস ও গল্প ২), হাইলাকান্দী, আসাম, সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৫

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় : 'অসমের বাংলা লিটিল মাগাজিন, ছোটগল্প চর্চার প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রকাশ ২০১২